মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৪৬

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ ৫. প্রথম অনুচ্ছেদ - কিতাব ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

بَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأعلمهم بِاللَّه وأشدهم لَهُ خشيَة»

বাংলা

১৪৬-[৭] ’আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ করলেন (অর্থাৎ- সফরে সিয়াম ভঙ্গ করলেন), অন্যদেরকেও তা করার জন্য অনুমতি দিলেন। কিন্তু কতক লোক তা থেকে বিরত থাকল (অর্থাৎ- সিয়াম ভাঙ্গল না)। এ সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্বাহ্ (খুতবা) দিলেন, হাম্দ-সানা পড়ার পর বললেন, লোকদের কী হল? তারা এমন কাজ হতে বিরত থাকছে যা আমি করছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে (আল্লাহকে) তাদের চেয়ে অধিক জানি ও তাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। (সুতরাং আমি যে কাজ করতে দ্বিধাবোধ করি না, তারা তা করতে ইতস্তত করবে কেন?) (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৬১০১, মুসলিম ২৩৫৬, সহীহাহ্ ৩২৮, সহীহ আল জামি‘ ৫৫৭৩, আহমাদ ২৫৪৮২, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্ ২০১৫।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজটি করলেন তা’ অন্যদেরও করার জন্য সম্মতি

ছিল। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় এবং আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে উল্লেখও করা হয়েছে, সেই কাজটি ছিল- রাতে ঘুমানো, রমাযান ছাড়া অন্য মাসে দিনে খাওয়া এবং নারীদেরকে বিবাহ করা। আর এ ব্যাপারে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, কাজটি ছিল- রমাযান মাসে বাদ ফাজ্‌র (ফজর) জানাবাতের গোসল করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম তাদের চেয়ে আল্লাহ সম্পর্কে আমি বেশি জানি এবং তাদের অপেক্ষা আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করি।

এ হাদীস দ্বারা অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার ব্যাপারে। কারণ কল্যাণ রয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের মধ্যেই। সেই অনুসরণ ‘‘আযীমাহ্’’ অথবা ‘‘রুখসাহ্’’। প্রতিটি কাজেই শারী‘আতের পরিভাষায় ‘‘আযীমাহ্’’ হলো, যে কাজটি শারী‘আতের বিধানে যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে ‘আমল করা। আর ‘‘রুখসাহ্’’ হলো, কোন কারণে শারী‘আতের কোন কাজ স্বাভাবিকের বিকল্প ব্যবস্থায় করা। যেমনঃ সফরে সালাতকে কসর পড়া। সুতরাং যে বিষয়ে ‘‘রুখসাহ্’’-এর আছে সে বিষয়ে রসূলের অনুসরণের উদ্দেশে ‘‘রুখসাহ্’’-এর উপর আ‘মাল করাই হচ্ছে উত্তম। আবার কোন সময় ঐ ‘‘রুখসাহ্’’ ‘আমল করা গুনাহের কারণও হতে পারে। যেমন মোজার উপর মাসাহ্ না করা। কারণ এর দ্বারা সুন্নাতের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পায়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54705

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন